বিশ্বকাপের তুখোড় ইয়ংস্টার

বিশ্বকাপ আসরে খেলার জন্য কেবল দক্ষতা ও যোগ্যতাই যথেষ্ট নয়, অভিজ্ঞতারও প্রয়োজন। আর এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে জড়িত রয়েছে বয়সের বিষয়টি। কিন্তু বিশ্বকাপের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, নির্বাচকদের মন গলিয়ে দলে ঠাঁই করে নেয়া একেবারেই কম বয়সের খেলোয়াড়ের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। এদের কেউ কেউ জাদু দেখিয়েছেন তাদের পায়ের ভেল্কিতে। তাই বিশ্বকাপ শেষে কোনো প্রশ্ন ওঠেনি তাদের দলে অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে। ১৯৫৮ থেকে গত বিশ্বকাপ, এ কালপর্বের এমন কয়েকজন ইয়ংস্টার ফুটবলারকে নিয়েই এ নিবন্ধ, বিশ্বকাপে খেলার সময় যাদের বয়স ছিল অনূর্ধ্ব-২২। এর আগের চার আসরের প্রসঙ্গ বাদ রাখা হয়েছে ইচ্ছে করেই

● শফিকুর রহমান

পেলে (ব্রাজিল, ১৯৫৮)

পেলেকে ১৯৫৮-এর বিশ্বকাপের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচন করতে গিয়ে নির্বাচকদের কোনো বেগ পেতে হয়নি। মাত্র ১৭ বছর বয়সে ব্রাজিলকে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ জেতানো কি চাট্টিখানি কথা! তিনি যে শুধু দলের মূল স্ট্রাইকার ছিলেন তা-ই নয়, অনেক রেকর্ডও গড়েছিলেন। বিশ্বকাপ ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ ফুটবলার হিসেবে গোল করেছিলেন তিনি। সবচেয়ে কমবয়সী ফুটবলারের হ্যাটট্রিকের রেকর্ডটিও হয়েছিল ওই বিশ্বকাপে এবং সেই রেকর্ডটি করেছিলেন পেলে।

সেই টুর্নামেন্টে মোট ৬টি গোল করেছিলেন পেলে। গোলসংখ্যায় তার ওপরে ছিলেন কেবল ফ্রান্সের ফন্তেইন। তিনি সর্বকালের সেরা ফুটবলার কিনা এ নিয়ে মতভেদ থাকলেও বিশ্বকাপের ইতিহাসে তিনিই যে সেরা তরুণ ফুটবলার ছিলেন তা মানতে কারো আপত্তি থাকার কথা নয়। ১৯৫৮-এর বিশ্বকাপে তার ব্যক্তিগত কৃতিত্বের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল দলীয় সাফল্যও।

ফ্লোরিয়ান আলবার্ট (হাঙ্গেরি, ১৯৬২)

চিলিতে অনুষ্ঠিত ১৯৬২-এর বিশ্বকাপে হাঙ্গেরির দৌড় ছিল কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত। আর ফ্লোরিয়ান ছিলেন রিটায়ার্ড স্ট্রাইকার। কিন্তু জাত চেনাতে খুব বেশি ম্যাচ খেলার প্রয়োজন

হয় না। নিজস্ব ক্যারিশমায় জিতে নিয়েছিলেন গোল্ডেন বুট (সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়ে)। বয়স মাত্র বিশ হলেও অবিস্মরণীয় নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন তিনি। ক্ষিপ্রগতি, অসাধারণ দক্ষতা ও দর্শনীয় স্টাইল নজর কেড়েছিল সবার। ভেলকি দেখিয়েছিলেন বুলগেরিয়ার বিপক্ষে গ্রুপ ম্যাচে। আলবার্টের হ্যাটট্রিকের সুবাদে হাঙ্গেরি ওই ম্যাচ জিতেছিল ৬-১ ব্যবধানে।

ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ার (জার্মানি, ১৯৬৬)

জার্মান ফুটবলের ইতিহাস টানলেই ফ্রাঞ্জ। বেকেনবাওয়ারের নামটি চলে আসে। ১৯৬৬-তে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন নেতৃত্ব কাকে বলে! অথচ বয়স ছিল মাত্র বিশ। দলকে ফাইনাল পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন ঠিকই; কিন্তু চূড়ান্ত সাফল্য পাননি স্বাগতিক দল অতিরিক্ত সময়ে গোল করে বসায়। সেই গোলটি নিয়ে আজো বিতর্ক চলে, প্রশ্ন ওঠে রেফারির নিরপেক্ষতা নিয়ে। লিবেরো হয়ে খেললেও বেকেনবাওয়ার গোল করাতেও দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। চারটি গোল নিয়ে তিনি ছিলেন সে আসরের তৃতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতা।

টিওফিলো কুবিলাস (পেরু, ১৯৭০)

পেরুভিয়ান স্ট্রাইকার টিওফিলো কুবিলাসের ক্যারিশম্যাটিক কৃতিত্বের সাক্ষী ১৯৭০-এর মেক্সিকো বিশ্বকাপ। মাত্র ২১ বছর বয়সেই টুর্নামেন্টে তার খেলা প্রত্যেকটি ম্যাচে গোল করেছিলেন। মোট পাঁচটি গোল করে টুর্নামেন্টের তৃতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে টিওফিলো কুবিলাসের ব্রিলিয়ান্ট অ্যাকশন শেষ হয়ে গিয়েছিল কোয়ার্টার ফাইনালে। নইলে ফুটবলপ্রেমীরা তার পায়ের আরো কিছু জাদু দেখার সুযোগ পেত। শেষ আটের খেলায় ব্রাজিল তাদেরকে হারিয়ে দিয়েছিল ২-১ গোলে।

ওয়াদিশ্লো জমুদা (পোল্যান্ড, ১৯৭৪)

সেবার বিশ্বকাপ শেষে তরুণ পোলিশ ডিফেন্ডার ওয়াদিশ্লো জমুদার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন সবাই। রক্ষণভাগে তিনি ছিলেন দেয়ালের মতো। সেটি ভেদ করে গোল আদায় করার জন্য বিপক্ষের কষতে হতো বিশেষ ছক। তার সলিড পারফরম্যান্সের কারণে গ্রুপ পর্বে ইতালি ও আর্জেন্টিনার মতো দলকে হারিয়ে দিয়েছিল পোল্যান্ড এবং শেষ পর্যন্ত তারা টুর্নামেন্টে চতুর্থ হয়েছিল। মোট চারটি বিশ্বকাপ খেলেছিলেন জমুদা। তার সেরা পারফরম্যান্স ছিল ১৯৭৪-এর বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে।

অ্যান্তোনিও কাব্রিনি (ইতালি, ১৯৭৮)

ইতালির এ লেফট-ব্যাক ১৯৭৮-এর বিশ্বকাপের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছিলেন। তখন তার বিশ বছর বয়স। দলকে সেমিফাইনালে পৌঁছাতে সাহায্যের পাশাপাশি চমৎকার একক নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন তিনি। কোনো গোল না করলেও তার অবিসংবাদিত ফর্ম দেখে মুগ্ধ না হয়ে উপায় ছিল না। রক্ষণকাজে দৃঢ়তা এবং আক্রমণে সহায়তাই এর কারণ। চার বছর পর কাব্রিনি অবশ্য এর পরের বিশ্বকাপটিকেই বিশেষ ভাবেন। কারণ সেবার তার দল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিল।

ম্যানুয়েল আমোরস (ফ্রান্স, ১৯৮২)

রাইট-ব্যাক হিসেবে অনূর্ধ্ব-২২ বছরের ম্যানুয়েল আমোরস ফ্রান্স দলকে ১৯৮২-এর বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। সেমিফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ ছিল পশ্চিম জার্মানি। শেষ মিনিটে তার নেয়া হার্ড শট ক্রসবারে না লাগলে ফাইনালে পা রাখত ফ্রান্স। দুর্ভাগ্যক্রমে পেনাল্টি শুট-আউটে হেরে বিদায় নিতে হয়েছিল তাদের। চার বছর পরও আমোরস দলকে নিয়ে গিয়েছিলেন সেমিফাইনাল পর্যন্ত এবং নির্বাচিত হয়েছিলেন সেই বিশ্বকাপের সেরা রাইট-ব্যাক।

এনজো শিফো (বেলজিয়াম, ১৯৮৬)

বেলজিয়ামের সৃজনশীল মিডফিল্ডার এনজো শিফো ছিলেন ইতালিয়ান বংশোদ্ভূত। ১৯৮৬-এর মেক্সিকো বিশ্বকাপে ২২ বছরের নিচের বয়সের এই ফুটবলার তার জাত চিনিয়েছিলেন। ধরতে গেলে তার কৃতিত্বেই বেলজিয়াম পৌঁছে গিয়েছিল সেমিফাইনালে। শেষ চারের খেলায় অবশ্য হেরে গিয়েছিলেন ম্যারাডোনার আর্জেন্টিনার কাছে, যারা শেষ পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। টুর্নামেন্টে শিফোর পা থেকে এসেছিল দুই গোল। এর মধ্যে একটি ছিল দ্বিতীয় রাউন্ডে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপক্ষে। গুরুত্বপূর্ণ ওই গোল বেলজিয়ামকে সাহায্য করেছিল ৪-৩-এ ম্যাচ জিততে।

রবার্ট প্রসিনেস্কি (যুগোস্লাভিয়া, ১৯৯০)

তখনো যুগোস্লাভিয়া ভাঙেনি। বিশ্বকাপে তাদের শেষ সম্মিলিত অংশগ্রহণ ছিল ১৯৯০-এর বিশ্বকাপেই। অসাধারণ ড্রিবলিং ও প্লে-মেকিং দক্ষতার কারণে নজর কেড়েছিলেন রবার্ট প্রসিনেস্কি এবং তার দল যেতে পেরেছিল কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত। শেষ ম্যাচে যুগোস্লাভিয়া টাইব্রেকে হেরেছিল আর্জেন্টিনার কাছে, যারা কিনা শেষ পর্যন্ত হয়েছিল রানার্স-আপ। চার বছর পর বিশ্বকাপের নতুন দল ক্রোয়েশিয়াও চমক দেখিয়েছিল আর সে দলেও ছিলেন প্রসিনেস্কি। ইতালি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ক্রোয়েশিয়া হারলেও হাতছাড়া হয়নি তৃতীয় স্থানটি।

মার্ক ওভারমার্স (নেদারল্যান্ডস, ১৯৯৪)

দ্রুত ও চটপটে উইঙ্গার ছিলেন মার্ক ওভারমার্স। আয়াক্স আমস্টারডামের হয়ে ১৯৯৪ সালে ক্যারিয়ারের সোনালি সময়

পার করছিলেন মার্ক ওভারমার্স। বয়স ২১ হলে কী হবে, ওই বছরের বিশ্বকাপে অরেঞ্জ টিমের প্রত্যেকটি ম্যাচেই প্রথম একাদশে ছিলেন। নেদারল্যান্ডস কোয়ার্টার ফাইনালে ব্রাজিলের কাছে হেরে বিদায় নিলেও ওভারমার্স তার নৈপুণ্যের কারণে ঠাঁই করেছিলেন ফুটবলপ্রেমীদের হৃদয়ে। টুর্নামেন্টের সেরা তরুণ খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি।

মাইকেল ওয়েন (ইংল্যান্ড, ১৯৯৮)

বয়স মাত্র ১৮ হলেও '৯৮-এর বিশ্বকাপের এক ঘটনাবহুল গোলের মালিক ছিলেন ইংল্যান্ডের মাইকেল ওয়েন। চিরশত্রু (রাজনীতির পাশাপাশি খেলার মাঠেও) আর্জেন্টিনার বিপক্ষে দ্বিতীয় রাউন্ডের ম্যাচে মাঝমাঠ থেকে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ড্রিবল করছিলেন তিনি। কয়েকজন ডিফেন্ডারকে কাটানোর পর বলকে জালের ছোঁয়া পাইয়ে দিয়েছিলেন। এখন পর্যন্ত এ গোলটি বিশ্বকাপ ইতিহাসের সেরা গোলগুলোর একটি। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে গোলটি ইংল্যান্ডকে পরের পর্বে নিয়ে যেতে পারেনি। হেরে গিয়েছিল পেনাল্টি শুট-আউটে।

লুকাস পোডলস্কি (জার্মানি, ২০০৬)

২০০৬ বিশ্বকাপে মিরোস্লাভ ক্লোসা ও লুকাস পোডলস্কি ছিলেন জার্মান দলের মূল দু'জন স্ট্রাইকার। স্বাগতিক দল প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ (তৃতীয় হয়েছিল) হলেও পোডলস্কির ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে ঠিকই সন্তুষ্ট ছিলেন ভক্তরা। টুর্নামেন্টে মোট দুই গোল করেছিলেন তিনি। এর মধ্যে দুটি গ্রুপ পর্বের খেলায় সুইডেনের বিপক্ষে। তেজোময় ও তীক্ষ্ণ নৈপুণ্যের কারণে ২১ বছর বয়স্ক পোডলস্কির ভাগ্যে জুটেছিল সেরা তরুণ খেলোয়াড়ের সম্মান।

ল্যান্ডন ডোনোভান (যুক্তরাষ্ট্র, ২০০২)

এই টুর্নামেন্টে যুক্তরাষ্ট্র বিবেচিত হচ্ছিল আন্ডারডগ হিসেবে এবং ধারণা ছিল প্রথম রাউন্ডেই তারা নির্ঘাত বাদ পড়বে। কিন্তু এমন পূর্বানুমান ভুল প্রমাণিত হয়েছিল মূলত ল্যান্ডন ডোনোভানের স্ফুলিঙ্গ ছড়ানো নৈপুণ্যে। পর্তুগাল ও মেক্সিকোর মতো দলকে হারিয়ে দলকে শেষ আটে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছিলেন তিনি। মাত্র দুই গোল করলেও বিশ্বকাপ শেষে সেরা তরুণ খেলোয়াড় হিসেবে ২০ বছর বয়সী ডোনোভানের নামটিই ঘোষিত হয়েছিল।

থমাস মুলার (জার্মানি, ২০১০)

বিশ্বকাপের মাঝামাঝি সময় পর্যন্তও থমাস মুলারের ধারণাতে ছিল না যে, তিনি গোল্ডেন বুট জিতে নিতে পারেন। এটিই তো স্বাভাবিক ছিল। আন্তর্জাতিক ম্যাচে তার অভিষেকই ঘটেছিল ওই বছরের মার্চে। সে জায়গায় দক্ষিণ আফ্রিকায় করে বসেন পাঁচ গোল। ডেভিড ভিয়া, দিয়েগো ফোরলান ও ওয়েসলে স্নাইডারও সমসংখ্যক গোলের মালিক ছিলেন; কিন্তু দুটি গোলে অবদান থাকায় গোল্ডেন বুট তাকে দেয়া হয়েছিল। সেই সঙ্গে সেরা তরুণ খেলোয়াড়ের পুরস্কারটিও জিতে নিয়েছিলেন তিনি। ■

পরিবেশ বান্ধব অভিজাত ফ্ল্যাট

- গেন্ডারিয়া
- বাড্ডা
- উত্তরা
- খিলগাঁও
- শ্যামলী
- শেওড়াপাড়া
- বাইতুল আমান হাউজিং
- মিরপুর
- কাকরাইল
- স্বামীবাগ
- মালিবাগ
- (কমার্শিয়াল) উত্তরা

উদ্ভাসিত আগামীতে আপনার আস্থা

সফলতার... ২০ বছর

বিল্ডিং ফর ফিউচার লিঃ

বিল্ডিং ফর ফিউচার লিঃ

প্রধান কার্যালয় ঃ গগন শিরিষ, (৩য় ও ৪র্থ তলা), ৭৬ ও ৭৬/১, পান্থপথ, ঢাকা-১২১৫
ফোন ঃ +৮৮০-২-৮১৫৯১০৪, +৮৮০-২-৮১৫৯৮৮৮, +৮৮-০১৯১২৭৮৬৫৩০
ফ্যাক্স ঃ +৮৮০-২-৯১৩৭৪৫৩, ই-মেইল ঃ sales@buildingforfutureltd.com
www.buildingforfutureltd.com

হট লাইন : +৮৮-০১৭৭৬৪৬৩০০৭, +৮৮-০১৫৫২৪১৪৩০৩

munsur007/shp00/may14